০৪-০৭-১৭ প্রাতঃ-মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীরের ভাব ভুলতে থাক, এখন ঘরে ফিরতে হবে তাই অশরীরী হওয়ার পরিশ্রম কর।"

প্রশ্নঃ- কেবলমাত্র তোমরা আস্তিক বাচ্চারাই কোন্ শব্দটি বলতে পার ?

উত্তরঃ- ভগবান হলেন আমাদের বাবা - এই কথা কেবল আস্তিক বাচ্চারাই বলতে পারবে কারণ তাদের কাছেই বাবার পরিচয় আছে। নাস্তিকরা তো বাবাকে জানেই না। আস্তিক বাচ্চারাই বলবে - আমার জীবনে কেবল শিববাবাই আছে, আর কেউ নেই।

প্রশ্নঃ- তীব্র পুরুষার্থী হওয়ার জন্য কোন্ স্থিতি প্রয়োজন?

উত্তরঃ- সাক্ষী স্থিতি। সাক্ষী হয়ে নাটকে প্রত্যেকের ভূমিকা দেখ এবং পুরুষার্থ করতে থাক।

গীতঃ- তোমার গলিতেই আমার মরণ...

ওম্ শান্তি। এটা কে বলল? জীব আত্মারা বলল যারা সম্মুখে বসে আছে। এখানে এটা বলা যাবে না যে আত্মারা বসে আছে। না, বলা উচিত যে জীব আত্মারা বসে আছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে আত্মাই শরীরের দ্বারা প্রত্যেক কাজ করে। একেই দেহী-অভিমানী বলা হয়। দেহে অবস্থানকারী আত্মারা তাদের পরমপ্রিয় পরমাত্মাকে বলে যে আমরা আত্মারা তোমার গলার হার হব। অর্থাৎ আমরা এই শরীর ত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যাব। বাবা বুঝিয়েছেন, এটা মানুষের বংশাবলীর বৃক্ষের মত। ব্রহ্মা-সরস্বতী অর্থাৎ আদম-ইভের বংশাবলী তৈরি হয়। সেইরকম তোমরা দেখেছ যে মূলবতনেও বৃক্ষ রয়েছে। সবার প্রথমে আছেন শিববাবা। তোমরা আত্মারা কিভাবে আমার গলার হার হবে? আমাকে স্মরণ করলে। যে যত আমাকে স্মরণ করে, সে তত জোরে দৌঁড়ায়। আমার প্রতি অনেক প্রেম রয়েছে তাদের । আমার কাছে না এসে থাকতেই পারেনা। কারণ আত্মা এই শরীরের দ্বারা সুখ পায়না, দুঃখই পায়। ভগবান তো নিরাকার। তিনি নিরাকার আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। সেই পরমপিতা পরমাত্মাই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানেন, তিনি হলেন ত্রিকালদর্শী। অন্য কোনও মানুষ, সে যত বড় পন্ডিত হোক, বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র পড়ে থাকুক, কিন্তু তার কাছে এই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান নেই। নাস্তিক হওয়ার জন্য তারা ত্রিকালদর্শী হয়না। তোমরা বাচ্চারা এখন আস্তিক। বাবা তোমাদেরকে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। তাই তোমাদেরই বাবা বলে ডাকার অধিকার রয়েছে। ওরা তো পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেয়, কিন্তু এর থেকে প্রাপ্তি কি হবে? কিছুই নয়। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি কখনও বলেন না যে আমি সর্বব্যাপী। তাহলে তো সকলেই পিতা হয়ে যাবে। সবাইকে কি বাবা বলা হয়? সকলেই এক বাবার সন্তান। তাঁকে প্রভু কিংবা ঈশ্বরও বলা হয়। শিব হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও পিতা। তিনিই ব্রহ্মাকে দত্তক নিয়েছেন। তোমরাও জানো যে ব্রহ্মামুখ থেকে পরমপিতা পরমাত্মা শিবের দ্বারা আমরা ত্রিকালদর্শী বা স্বদর্শন চক্রধারী হচ্ছি। 'স্ব' মানে আত্মার জ্ঞান। স্বরাজ্যের অধিকার আত্মারই প্রাপ্ত হয়। আত্মা অবিনাশী, দেহ বিনাশী। খারাপ কিংবা ভালো সংস্কার আত্মাই ধারণ করে। তোমরা জানো যে আমরা সকল আত্মারাই এখন তমোপ্রধান। শরীরের নাম নেওয়া হয়না, সব জায়গাতেই পতিত আত্মা অথবা পবিত্র আত্মা বলা হয়।

পূণ্য আত্মা কিংবা মহান আত্মাও বলা হয়। আত্মারই মহিমা করা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে শুনছে। দুনিয়াতে কেউ জানেই না যে বাবা এইভাবে বাচ্চাদেরকে পড়ান। তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে আমরা বাবার হয়ে গেছি। বাবার কাছ থেকে আমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। অন্য কারোর সাথে আমাদের কোনো দরকার নেই। আত্মা বলে যে আমার তো কেবল শিববাবাই আছে আর কেউ নেই। স্টুডেন্টও বোঝে যে আমার তো কেবল টিচারই আছেন.... তোমাদের বাবা এবং শিক্ষক একজনই। উনি হলেন পতিত-পাবন বাবা। সেই ভাবা এবং শিক্ষকের সাথেই সকল আত্মার সম্বন্ধ। হয়তো কোনো ব্রাহ্মণী পড়ায়। কিন্তু সেও তো আমার কাছ থেকে অর্থাৎ বাবার কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়েছে। বাবা বলছেন, তুমি আমাকেই স্মরণ কর, কোনো ব্রাহ্মণীকে নয়। এখন তোমরা বাচ্চারা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে জেনে গেছ, চিনে গেছ। তাই তোমরা আস্তিক হয়ে গেছ। যারা জানে না, তারা হল নাস্তিক এবং অনাথ। বাবার নাম, রূপ, দেশ, কাল কি? এইসব কিছুই জানে না। তাই বলে দেয় যে তাঁর নাম-রূপ নেই। এখন তোমরা জানো যে তাঁর নাম হল শিব। তিনি নিজে শরীর ধারণ করেন না। তাই তাঁর নাম কখনো পরিবর্তন হয় না। তোমরা জানো যে আমাদের ৮৪ জন্মের নাম এবং রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। তাঁর নামই হল শিব। আত্মার রূপ এবং পরমাত্মার রূপ একই। এমন নয় পরমাত্মা অনেক বড় অখন্ড জ্যোতি। বাবা বলছেন, আত্মা যেমন তারার মত, আমিও সেইরকম। কিন্তু আমার মধ্যে জ্ঞান আছে, তাই আমার এত মহিমা। আমি সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। চৈতন্য বলেই না জ্ঞান শোনাই। তিনি হলেন চৈতন্য বীজরূপ। জড় বীজ তো কিছু শোনাতে পারবে না। মানুষ এটা জানে। যেমন বাবার বুদ্ধিতে সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টির জ্ঞান আছে, সেইরকম তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে। কত বিভিন্নতা। কারোর সাথেই কারোর চেহারার মিল নেই। প্রত্যেকের চেহারা আলাদা। প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা আছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, এটা কত বড় বেহদের নাটক। কত রকমের চেহারা। সকলেই এই নাটকের অভিনেতা। এই নাটক অবিনাশী, তাই কোনো অভিনেতাই বদল হতে পারবে না। তোমরা জানতে পেরেছ যে আমাদের ৮৪ জন্মে ৮৪টা নাম হয়। এখন নামও সম্পূর্ণ হয়েছে (৮৪ টি নাম হয়ে গেছে) এবং বর্ণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন গীতার অধ্যায় পুনরায় হচ্ছে। ভগবানের শ্রীমতেরই প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু সেই ভগবানকেই ভুলে গেছে। শিববাবার জয়ন্তী হলে তবেই কৃষ্ণ জয়ন্তী হয়। এমন কি হওয়া সম্ভব যে বাবার জয়ন্তীই হলনা আর বাচ্চার জয়ন্তী হয়ে গেল। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বোঝান হয় যে লক্ষ্মী নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। তারা এই উত্তরাধিকার কিভাবে পেয়েছিল? পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে। পরমপিতা পরমাত্মাই রাজযোগ শেখান। কখন শেখান? বাবা বলছেন, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। যখন আসুরী রাজ্যের বিনাশ এবং দৈবী রাজ্যের স্থাপন হয়। যারা আস্তিক হয় তারাই উত্তরাধিকার পায়। নাস্তিকরা উত্তরাধিকার পাবে না। বাবা এখন এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করছেন। এই আত্মারা সুখধামে চলে গেলে বাকি আত্মারা হিসাবপত্র সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে যাবে। নিরাকার বাবা সকল আত্মাদেরকে ঘিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। যিনি ঘরে নিয়ে যান তাকে কালেরও কাল, মহাকাল বলা হয়। মহাকালের মন্দিরও আছে। মহাকাল হলেন শিব, তাকে সোমনাথ কিংবা রুদ্রও বলা হয়। তিনি সম্মুখে বসে বলছেন আমি হলাম এই আত্মাদের পথ নির্দেশক। সবাইকে সাথে করে নিয়ে যাব। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে এই রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করি। এইটা হল রাবণ রাজ্য। এখন রাবণ রাজ্যের মুর্দাবাদ হয়ে রাম রাজ্যের জিন্দাবাদ হবে। সকলেই রাম রাজ্য চায়। তাহলে রাবণ রাজ্যের বিনাশ তো অবশ্যই হবে।

বাবা বোঝাচ্ছেন, এখন এই পুরাতন দুনিয়াটাই বিনাশ হয়ে যাবে। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে একেবারেই ভুলে গেছে। এখন সেই গীতা অধ্যায়ই পুনরায় চলছে। যাদব কৌরবরাও আছে। ইউরোপবাসীরা হল যাদব, তারা মুষল আবিষ্কার করছে। লেখা আছে যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। কেউই নিজের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকেই জানে না। ধার্মিকতার শক্তির গায়ন করা হয়। অধার্মিককে খারাপ বলা হয়। তোমরা জানো যে ভারত ধার্মিক ছিল। তখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। এখন ভারত অধার্মিক হয়ে গেছে। নিজের ধর্মকেই ছেড়ে দিয়েছে। নাটক অনুসারে এইরকম ছাড়তেই হত। ওখানে তো মহারাজা মহারানীর রাজত্ব ছিল। ওখানে কোনো উজির (মন্ত্রী বা পরামর্শ দাতা) ইত্যাদি থাকে না। সেইরকম কোনো নিয়মই ছিল না। যখন পতিত হয়ে যায় তখন উজিরের দরকার হয়। এখন তো একটা রাজধানীতে কতজন উজির (মন্ত্রী) থাকে। একজনের মত অন্যজনের সাথে মেলে না। কত মতভেদ হতে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা আমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন। বাবা বলছেন, সবাই নিজেকে আত্মা বলে বোঝো। দেহের সকল সম্বন্ধ ভুলে যাও। তোমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছ, বাবাকে সবকিছু দিয়ে দিয়েছ। শরীরটাই তো দিয়ে দিয়েছ, তাহলে আর বাকি কি থাকল? কিছুই না। পরমপিতা পরমাত্মা বলছেন, আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি। আত্মাদেরকেই নিয়ে যেতে হবে। এই শরীরের ভাবকে ভুলতে থাক। এই বিষয়েই পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা, সারা কল্প তোমরা দেহ অভিমানে ছিলে। কেবল লৌকিক বাবাকেই স্মরণ করে এসেছ। এখন দেহী অভিমানী হয়ে আমাকে স্মরণ কর। আমাকে স্মরণ করলেই শক্তি মিলবে। হে সন্তানরা, হে আত্মারা কেবল আমাকেই স্মরণ কর, আর কাউকে নয়। ভুল করেও অন্য কাউকে স্মরণ করোনা। তোমরা এইটা প্রতিজ্ঞা কর। বাবা, আমার তো কেবল তুমিই আছ। আমরা আত্মা আর তুমি পরমাত্মা। তুমি বলেছ যে আত্মারা আমার সন্তান। এখন রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। বাচ্চাদেরকে এখন ধৈর্য ধরতে হবে। রাজধানী স্থাপন হয়ে গেলে বিশাল মহাভারতের যুদ্ধ লাগবে। তাহলেই কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ আসবে। তাই আমিই হলাম কালেরও কাল। আমি একাধারে বাবা, শিক্ষক, পতিত-পাবন এবং মহাকাল। তোমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাব? মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদেরকে মুক্তিধামে নিয়ে যাব। তারপর ওখান থেকে স্বর্গে যাবে। তোমরা ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছ। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলেন ঈশ্বরীয় সন্তান। সকলেই বলছ যে আমরা ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরীয় সন্তান। ব্রহ্মার সন্তানরা হল ভাই বোন। তাই বিকারে যাওয়া অসম্ভব। আমরা হলাম ঈশ্বরের পৌত্র পৌত্রী, তাঁর কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছি। যে যত পুরুষার্থ করবে, সে তত উঁচু পদ পাবে। প্রত্যেক কল্পেই পুরুষার্থ করলে এই কল্পেও পুরুষার্থ করতে শুরু করবে। এক্ষেত্রে সাক্ষী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। কে কতটা পুরুষার্থ করছে, কতটা ফলো করছে সেটা সাক্ষী হয়ে দেখ। কারোর নাম রূপে ফেঁসে গেলে চলবে না। কেবল বাবা ছাড়া আর কেউই যেন স্মরণে না আসে। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র করে ঘরে নিয়ে যাব। এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে নাটক অনুসারে প্রতি কল্পেই আমরা বাবার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি। তোমরা হলে দ্রৌপদী। এটা তো কোনো সুখের রাজ্য নয়। একে নিয়ে গল্প বানানো হয়েছে। বাবা তো এখন বাস্তবে বোঝাচ্ছেন। তোমরা এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। সবাইকে পাঁক থেকে উদ্ধার করছ। সবাই কামচিতাতে বসে জ্বলে পুড়ে গেছে। তোমাদের ওপর এখন জ্ঞানের বর্ষণ হচ্ছে। বাবা বলছেন, আমার সন্তানরা পুড়ে খাক হয়ে গেছে। আমি সবাইকে মুক্তি দিয়ে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। দুনিয়ার মানুষ এটা জানেইনা। তোমরা এখন ঘন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছ। বাবা বলছেন, এখন আমাকে এবং ঘরকে স্মরণ কর। তোমরা আত্মারা ঘরকেই ভুলে

গেছ। মূলবতন এবং সূক্ষ্মবতনের গায়নও করে। মূলবতনে সব আত্মারা থাকে। আত্মা কি, পরমাত্মা কি এবং মূলবতন কি... এইসব কিছুই জানে না। ওরা তো আত্মাই পরমাত্মা বলে দিয়ে গোটা খেলাটাকেই সমাপ্ত করে দেয়। বাবা বলছেন, এটাও নাটকের মধ্যেই ছিল। এই সময়ে যা কিছু হয় সেই নাটক পুনরায় হয়। বাবা বসে পড়াচ্ছেন। এই পুনরাবর্তনের রহস্যও বাবা বুঝিয়েছেন। এমন ভাব উচিত নয় যে নাটকে আমার ভাগ্যে যা আছে তাই পাব। কেউ কেউ এমনও মনে করে যে নাটক অনুসারে আমাদের অভিনয় চলতে থাকলে আমরা পুরুষার্থ কেন করব? কিন্তু না, পুরুষার্থ তো করতেই হবে। বাবা তো পুরুষার্থ করানোর জন্যই এসেছেন। তোমাদেরকে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। সাক্ষী হয়ে দেখতেও হবে যে কে তীব্র পুরুষার্থ করছে, কে ভাল পদ পাবে? কে বাবার কাছ থেকে পুরো উত্তরাধিকার নিচ্ছে। সাক্ষী হয়ে নিজে পুরুষার্থ করে অপরকেও করাতে হবে এবং সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে যে কে কেমন সেবা করছে, কতজনকে নিজের মত বানাচ্ছে, বাবার পরিচয় দিচ্ছে। অন্যের পুরুষার্থ দেখে নিজেও তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) দেহ এবং দেহের সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হতে হবে, কোনো কিছুই আমার নয়। দেহী অভিমানী হয়ে থাকার পরিশ্রম করতে হবে। কারোর নাম রূপে আকৃষ্ট হওয়া যাবে না।

২) ড্রামাতে থাকলে ঠিক পুরুষার্থ করে নেব, এইরকম ভেবে পুরুষার্থহীন হওয়া যাবে না। সাক্ষী হয়ে অন্যের পুরুষার্থ দেখে নিজেও তীব্র পুরুষার্থী হতে হবে।

বরদান:- বিনাশের জন্য আগে থেকেই সদা প্রস্তুত থেকে সমান এবং সম্পন্ন হও।

বিনাশের জন্য আগে থেকেই সর্বদা প্রস্তুত থাকা - এটাই হল সুরক্ষার উপায়। যদি অতিরিক্ত সময় পাওয়া যায় তাহলে সঙ্গমযুগের আনন্দ অনুভব কর, কিন্তু সর্বদা প্রস্তুত থাক। কারণ চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ কখনোই আগে থেকে জানা যাবে না, হঠাৎ হবে। সদা প্রস্তুত না থাকলে ধোঁকা খেয়ে যাবে তাই সর্বদা প্রস্তুত থাক। সর্বদা স্মরণে রাখো যে আমি এবং বাবা একসাথে আছি। বাবা যেমন সম্পন্ন, তেমনই তাঁর সাথীও সমান এবং সম্পন্ন হয়ে যাবে। সমান হলে তবেই সাথে যেতে পারবে।

স্লোগান:- যার স্বভাব নির্মল, তার প্রতি পদক্ষেপেই সফলতা মিশে আছে।